কাব্যশ্রী বক্সী ভট্টাচার্য (১৯৫৪-)

পাগলি মেয়েটা

রাত্রিগুলিকে বোরেগী করেছে মেয়ে,
একগলাজলে ভেসে গেছে সাজপান এবং স্বপ্ন
আলুথালু ওকে পাগলি গা খোলা?
খণ্ড কাপড় নিশানের মতো বেঁধে রেখে দেয় গাছে,
সব চলে গেছে শুনশান জল বেয়ে যায় অলিগলি
বুক ফাটে তবু টুঁ শব্দ নেই গুমোট হাওয়ারা ঠোঁটে,
একা জলে ডোবে বুকের বাগিচা, জলে ভাসে বুক তার
সে মেয়ে একাই রয়েছে নিজের ভার
ঘনমেঘ নিচু হয়ে ছুঁয়ে দিলে আঁতকে বাতাস ডাকে
জানালা হারিয়ে জলে আঁকিবুকি
জলের জানালা আঁকে।
উঁকি দেয়, রোদ, সূর্য উঠেছে
উন্মাদ বুনো নদীরা আবারো হয়েছে সিন্ধুবাসী
উঠে আসে জলে ডোবা শস্যেরা, জেগে ওঠে ঘরবাড়ি
তখনি আদুল শরীর গোছায়, করে বেশবাস
জলে ভেসে যাওয়া নারী।
সেই থেকে এই সৃষ্টিছাড়ার ডানহাতে খোলা ছুরি
জল চিরে দেয় ছিঁড়ে দেয় ঢেউ সাপেদের জিভগুলি
ক্রমে থেমে যয় দিঘল ঝাপট ক্রমে থেমে যায় বান
পাগলি মেয়েটা পচাগলা শবে হেসেকুটে শতখান।

কানামাছি খেলাখেলি ও আকাশ

অচ্ছদ নদীর জলে যতবার যাই
ফিরে ফিরে আসি,
নীলাদ্রি আকাশ এসে উঁকিঝুঁকি শরীরের খাঁজ কারুকাজ
কেবলি খেলার ছলে চোখে ছুঁয়ে যায়
স্পর্শ করে নোয়ানো সোনালিরঙা রোদের পালকে
কী রে ঠেকাই ওকে?
কী করে একে একে খুলি এই বর্ণিল ছন্দোময় পোশাক আমার
কী করে জলের নিকটে সমর্পণ শুদ্ধতর হবে
একাত্ম হয়ে যাবে জল ও শরীর।
কানামাছি খেলাখেলি, এসো কাছে, বুকের পৈঠায় বসো
ও আকাশ,
তোমার নীলকান্ত চোখে একপালি রেশমি রুমাল
কালোমেঘ
বেঁধে দিয়ে, তবে আমি নিশ্চন্ত স্নানে যাব অচ্ছদ্র নীরে।

সাপুড়িয়া

সাপ খেলানো বাঁশি বাজায় সকলসময়
অন্ধকারের আবর্তে এক সাপুড়িয়া

হেলেদুলে শরীরাখানায় সর্পিল এক নাচের তালে,
ঘন ঘন বাজিয়ে চলে সাপের বাঁশি—
সম্মোহিনী শক্তিতে সে বশ করেছে
শিথিল, শীতল হিলহিলে এক নাগিনীকে,
কালকেউটে, শঙ্খচূড়, রাজগোখরা, হতেও পারে,
ফণাতোলা নাগিনী সে অন্ধকারের বিবর থেকে
আলোয় বেড়ায় নৃত্য করে...
যেন, বশমানা এক বেড়ালছানা,
সরন্সাপুড়িয়া সাপ খেলানো বাঁশি বাজায়...
হিস্ হিসানো চোরা জিভে
বিজ্‌লি যেন চম্‌কে ওঠে,
চক্‌চকে দুই চোখের মণি অগ্নিশিখায় চিতা জ্বালে
ক্লেদাক্ত এক অনুভূতি,
শিথিল, শীতল, কিল্‌বিলানো...
দেহের ওপর চামড়াটাতে হেঁটে বেড়ায়
অহর্নিশি।
সাপুড়িয়া অনায়াসে বিষাক্ত সেই সাপিনীকেই
চুম্বন দেয় ওষ্ঠে তুলে,
বিষের নীলে ভালোবাসার নীল মিশলেই
কষ বেয়ে তার রক্ত ঝরে,
মৃত্যু শীতল।